যুগান্তর

তারিখ 15 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

৬ বিভাগে তালা আরও পাঁচটি বন্ধের অপেক্ষায়

শিক্ষক সংকটে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বরিশাল মেডিকেলের বিভিন্ন বিভাগ

বরিশাল ব্যুরো

শিক্ষক সংকটের কারণে বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে আগে থেকেই তালা ঝুলতে থাকা ৫টি বিভাগের সঙ্গে এবার নতুন করে যুক্ত হয়েছে ফরেনসিক মেডিসিন। একই কারণে আরও ৫টি বিভাগে তালা ঝুলতে পারে বলে আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা। কলেজের শিক্ষার্থীরা জানায়, শিক্ষক সংকটের কারণে এখানে থাকা ৩২টি বিভাগের মধ্যে ৫টিতে দীর্ঘদিন ধরে তালা ঝুলছে। বিষয়টি নিয়ে উপর মহলে বহুবার লেখালেখি হলেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি এখানকার ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে কর্মরত একমাত্র সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমানকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তার এই স্ট্যান্ড রিলিজের কারণে বর্তমানে ফরেনসিক বিভাগে একজন অফিস সহকারী ছাড়া আর কোন শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। ফলে আগে থেকে তালা ঝুলতে থাকা দন্ত, ফিজিক্যাল মেডিসিন, সাইকিয়াট্রি, ইউরোলজি, এন্ডোক্রাইন এবং মেটাবলিক বিভাগের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ফরেনসিক মেডিসিন। কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, শিক্ষার্থীদের পাঠ প্রদানের পাশাপাশি লাশের ময়নাতদন্ত এবং রেপ ভিকটিমের আইনানুগ পরীক্ষা করে থাকে ফরেনসিক বিভাগ। এখানে ৪ বছর আগে ডা. আঃ বারেক নামে একজন অধ্যাপককে বদলি করা হয়। পরে অবশ্য তিনি এখান থেকে চলে যান। এর আড়াই বছর পর সহকারী অধ্যাপক ডা. আবুল কাশেম ও ২ বছর আগে ডা. কামরুল ইসলামকে এখানে বদলি করা হলেও তারাও এখন আর এ বিভাগে নেই। গত ২ বছর ধরে সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমানই বিভাগটি পরিচালনা করে আসছেন। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে তাকেও স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। ফলে চিকিৎসক বা শিক্ষক সংকটে স্বাভাবিকভাবেই এখানে তালা ঝুলেছে। এতে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থী ও ভিকটিম এবং লাশের স্বজনরা। একটি সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে একজনকে এ বিভাগে বদলি করা

বিভাগ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বিভাগ : বন্ধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হলেও তিনি বরিশালে আস রাজি নন। এদিকে উল্লিখিত ৬ বিভাগের পাশাপাশি শিক্ষক-চিকিৎসক সংকটে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের প্লাস্টিক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, রক্ত পরিসঞ্চালন, রেডিওলজি এবং নেফ্রোলজি বিভাগেও বর্তমানে চরম জটিলতা চলছে। যে কোন মুহূর্তে এসব বিভাগেও ঝুলতে পারে তালা। এ ব্যাপারে আলাপকালে শেবাচিমের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সৈয়দ জাহিদ হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে এখানে শিক্ষক সংকট রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রতি মাসেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অভিযোগপত্র পাঠানো হয়।